দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... APR. 2 6 1999

পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

সরিষাবাড়িতে ছাত্রলীগ-ছাত্রদল বন্দুকযুদ্ধ ঃ নিহত ১, আহত ১৮

❑ ধর্ম প্রতিমন্ত্রীকে কলেজে ঢুকতে বাধা দিয়েছে ছাত্রদল কর্মীরা

উৎপল কান্তি ধর, সরিষাবাড়ি (জামালপুর) থেকে ফিরে ঃ গতকাল রোববার দুপুরে সরিষাবাড়ি মাহমুদা সালাম কলেজ প্রাঙ্গণে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের মধ্যে কয়েক ঘন্টাব্যাপী বন্দুকযুদ্ধে মমতাজ (৩৫) নামে এক ব্যক্তি ঘটনাস্থলে নিহত হয়েছে। বন্দুকযুদ্ধে ৭ জন গুলিবিদ্ধ এবং ১৮ ব্যক্তি আহত হয়েছে। নিহত মমতাজ বিএনপি কর্মী বলে বিএনপি দাবি করেছে।

বন্দুকযুদ্ধে গুরুতর আহত বাদলকে (২২) আশংকাজনক অবস্থায় ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। গুলিবিদ্ধ অপর ৬ ব্যক্তিকে চিকিৎসার জন্য জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গুলিবিদ্ধ ব্যক্তিরা হচ্ছে ঃ আনোয়ার (২৫), পলাশ (২০), দেলোয়ার (৪০), নজরুল (২০), রমজান (২১) ও ফেরদৌস। বন্দুকযুদ্ধে ও সংঘর্ষে আহত ব্যক্তিদের অধিকাংশই ছাত্রদল, বিএনপি ও ছাত্রলীগের কর্মী-সমর্থক। সংঘর্ষরত ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ কর্মীদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশও কয়েক রাউন্ড গুলিবর্ষণ করে। মাহমুদা সালাম মহিলা কলেজ প্রাঙ্গণে সংঘটিত এই বন্দুকযুদ্ধে এবং শত শত ককটেল বিস্ফোরণে পুরো এলাকায় এক নারকীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়। প্রশাসন কলেজ এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেছে।

আজ সকাল ১০টায় মাহমুদা সালাম মহিলা কলেজ পরিচালনা পরিষদের এক পূর্ব নির্ধারিত সভায় ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মওলানা নুরুল ইসলাম যোগ দিতে গেলে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। এলাকার সংসদ সদস্যরূপে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী পদাধিকার বলে কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি। ছাত্রদল ও বিএনপির প্রায় হাজার খানেক কর্মী-সমর্থক প্রতিমন্ত্রীকে কলেজে ঢুকতে বাধা দেয়। এ সময় ছাত্রদল কর্মীরা মুহুর্মুহু ককটেল ফাটায় এবং শত শত রাউন্ড গুলি ছোড়ে।

সরিষাবাড়ি ঃ পৃঃ ১১ কঃ ২

সরিষাবাড়ি ঃ সংঘর্ষ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জবাবে ছাত্রলীগ কর্মীরাও গুলিবর্ষণ করে। বন্দুকযুদ্ধ ও সংঘর্ষের কারণে কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাও হতে পারেনি। এই সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে সরিষাবাড়িতে তুমুল উত্তেজনা বিরাজ করছে। সরিষাবাড়িতে আরও সশস্ত্র পুলিশ পাঠানোর জন্য জেলা সদরে বার্তা পাঠানো হয়েছে।